১. ভূমিকা

সরকারি অফিসসমুহে সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অর্থবছর শুরুর পূর্বেই 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা' প্রকাশ করে থাকে। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার ও অর্থবছরে প্রদেয় বাজেট অনুযায়ী নিজ নিজ অফিসের এপিএ'র performance target বা কর্মকৃতি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংযুক্ত করে এবারের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২২-২৩' প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্দেশিকাতে এপিএ প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলির পাশাপাশি বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া, এপিএ ক্যালেন্ডার এবং সুশাসন সংশ্লিষ্ট পাঁচটি (০৫) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারি অফিসের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি

ক) এপিএ প্রণয়নে বিবেচ্য নীতি/পরিকল্পনা

১. সরকারের বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনায় কিংবা উক্ত পরিকল্পনার আলোকে প্রস্তুতকৃত মন্ত্রণালয়/অফিসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (আলোচ্য অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট অফিসের এপিএ-তে উল্লেখ থাকতে হবে। এসকল লক্ষ্যমাত্রাসমূহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে আওতাধীন সকল অফিসের এপিএতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। সরকারের জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল:

ক) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

খ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

গ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

ঘ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (Sustainable Development Goals 2030) এবং

ঙ) বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)

২. প্রত্যেক সরকারি অফিস তাদের এপিএ'তে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতি/আইন/কৌশলপত্র/পরিকল্পনায় বিধৃত লক্ষ্যমাত্রা/উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে performance target নির্ধারণ করবে। কোনো নীতি/আইন/কৌশলপত্র/পরিকল্পনায় উল্লেখ নাই এমন লক্ষ্যমাত্রা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে;

৩. মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রতিফলন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে থাকতে হবে;

৪. এপিএ'র কার্যক্রম নির্ধারণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ 'Allocation of Business' এবং 'মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো' অনুসরণ করবে;

৫. 'মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে' প্রদত্ত রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, Key Performance Indicator (KPI), উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সঙ্গে এপিএ-তে প্রদত্ত তথ্যের সামঞ্জস্য থাকতে হবে;

খ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৬. মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের এপিএ-তে নীতি/আইন/বিধি/পরিকল্পনা/প্রকল্প দলিল ইত্যাদি প্রণয়ণ/প্রস্তুত সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অন্তর্ভুক্তিতে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

৭. আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের এপিএ-তে ইতোমধ্যে প্রণীত আইন/নীতি/বিধি/পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা যেতে পারে;

৮. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে;

৯. এপিএ প্রণয়নে একটি সরকারি অফিস তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করবে এবং রুটিনধর্মী ও ক্ষুদ্র কাজসমূহের উল্লেখ যথাসম্ভব পরিহার করবে। এক্ষেত্রে নাগরিক সেবা, অভ্যন্তরীণ সেবা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ গুরুত্বসহকারে এপিএতে উল্লেখ করতে হবে;

১০. সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতার উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এপিএতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

১১. মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রায় সংশ্লিষ্ট অফিসের 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' বা citizen's charter এ বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা যেতে পারে;

১২. একই কার্যক্রমের পূর্ববর্তী বছরসমূহের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নতুন অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; এক্ষেত্রে সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে যথাসম্ভব ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে হবে;

১৩. যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্য এক/একাধিক সরকারি অফিসের উপর নির্ভর করতে হয় সেসকল কার্যক্রম এপিএ-তে উল্লেখের পূর্বে সেসকল সরকারি অফিসের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাপ্ত সহযোগিতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে;

গ) এপিএ'র কাঠামোগত বিষয়সমূহ

১৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- ক** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত কাঠামোর ভিত্তিতে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

১৫. এপিএ-তে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি কৌশলগত উদ্দেশ্য/কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং সর্বোচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাশ) সূচক নির্ধারণ করা যাবে**;** তবে সূচকের সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত রেখে শুধুমাত্র ফলাফলধর্মী (Performance-based) কার্যক্রম উল্লেখ করাই বাঞ্চনীয়;

১৬. মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে একটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান সর্বনিম্ন ১০ ও সর্বোচ্চ ২৫ এর মধ্যে রাখতে হবে;

১৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- খ** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত অংশে বর্ণিত নিয়মাবলির আলোকে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

১৮. যেসকল সরকারি অফিস এপিএএমএস সফ্‌টওয়্যারের আওতা বহির্ভুত, সে সকল অফিসের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণের ছকের নমুনা এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট-গ** তে সংযুক্ত করা আছে; উক্ত নমুনা অনুসরণ করে এ সকল অফিস ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ করবে;

১৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিস ব্যতীত অন্য যে কোন সরকারি অফিসে (যেমনঃ সরকারি ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ব্যবহারের জন্য এ নির্দেশিকায় **পরিশিষ্ট-ঘ** তে সংযুক্ত এপিএ'র বিশেষ কাঠামো ব্যবহার করতে হবে;

২০. কর্মসম্পাদন সূচকের এককের ঘরে উল্লিখিত এককের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্যমাত্রা লিখতে হবে;